দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN. 26 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৮ ......

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

কবি শামসুর রাহমানের ওপর কথিত হামলার প্রতিবাদে গত রবিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তাগণ বলেছেন, "আজকে মাদ্রাসায় যে শিক্ষা দেয়া হয় তা ইসলামী শিক্ষা নয়। ইসলামী শিক্ষার নামে মাদ্রাসায় মানুষ খুন করার শিক্ষা দেয়া হয়। ধর্মের নামে যারা মানুষ খুন করে—তাদেরকে বাঁচতে দেয়া হবে না। ওদের সমূলে উৎপাটন করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা দারিদ্র্য বাড়ায়। জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে এশিক্ষার কোন অবদান নেই। তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য '৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার দাবী জানান।"

'ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত গাওয়ার' একটা বাংলা প্রবাদ চালু আছে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং এক ধরনের আঁতেল ও একশ্রেণীর এনজিও কবি শামসুর রাহমানের ওপর তথাকথিত হামলা কাহিনী উপলক্ষ করে এখন বেলেগামভাবে দেশের আলেম-উলামা, ইসলামী শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষিত সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলছেন, অবশ্য তাদের এই বিষোদগার কোনকালেই বন্ধ ছিল না, অন্ত ছিল না অপপ্রচারের, কাল্পনিক অভিযোগের এবং উদ্ভট-অযৌক্তিক কথাবার্তার। ইদানীং এর মাত্রাটা সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি চিহ্নিত ইসলামবিরোধী এবং গণস্বার্থবিরোধী এনজিও চক্র এখন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকেও বিলুপ্ত করার, মাদ্রাসায় সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার এবং ইসলামী তথা মাদ্রাসা শিক্ষাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার আবদারও তুলতে শুরু করেছে।

বস্তুতঃ এটা নতুন কিছুই নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে বিদেশের নুননেমক খানেওয়ালা, পর দেশের স্বার্থের প্রতিভূ, ইসলামবিরোধী, ধর্মদ্রোহী একটি চক্র বরাবরই সক্রিয় ছিল। এদের সাথে এদেশের মাটির সাথে, মানুষের সাথে, তাদের বোধ-বিশ্বাসের সাথে, আকীদা-আমলের সাথে, দৈনন্দিন জীবনাচারের সাথে, এদেশের গণমানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আশা-আকাংক্ষার সাথে, ধর্মীয় চেতনা-আবেগ ও মূল্যবোধের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এই ভূঁইফোর পরগাছা গোষ্ঠী তাই তাদের প্রভুদের মদদপুষ্ট হয়েও তাদের থেকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা, পৃষ্ঠপোষকতা, সহায়তা পর্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করেও কোনদিন লক্ষ্যস্থলের দিকে আগাতে পারেনি। জনগণের পক্ষ থেকে নিন্দা-ধিক্কার লাভ করেছে সদা-সর্বদা। ক্ষোভে-রোষে, অপমানে দিশেহারা হয়ে অবশেষে তারা ব্যাপৃত হয়েছে এর কারণ অনুসন্ধানে এবং যথার্থই বুঝতে পেরেছে আমাদের জনগণের মধ্যে এই যে ধর্মীয় চেতনা, স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি, নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষার তীব্র আকাংক্ষা জাগ্রত এর পেছনে রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার অবদান। তাই এ শিক্ষাকে নির্মূল করতে না পারলে পরদেশী, পরস্বার্থীয় দালালীতে তারা কোনদিনই কামিয়াব হতে পারবে না। তাই তারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে শুরু করে এ শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, চালিয়ে যেতে থাকে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মিথ্যা, বানোয়াট অপপ্রচার এবং এর ওপর আঘাত হানার জন্য নিজেরাই তৈরী করতে থাকে একের পর এক ব্যাকগ্রাউন্ড। কবি শামসুর রাহমানের ওপর হামলা কাহিনী সেই পরিকল্পনারই অংশ কি-না, বা এটি একটি সাজানো নাটক কি-না সে সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে ব্যাপকভাবে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

কবি শামসুর রাহমানের ওপর যদি হামলা হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই সে হামলাকারীদের সনাক্ত করতে হবে। চিহ্নিত করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও পদক্ষেপের জন্য জনমনে এটি সাজানো ঘটনা বলে যে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছে, তা দূর করে সত্যিকার ঘটনা উদঘাটন ও দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। তা-না করে, বা সে দাবী না তুলে মৌলবাদী জুজুর অতঙ্ক ছড়িয়ে মাদ্রাসা বোর্ডকে বন্ধ করে দেয়া, মাদ্রাসা শিক্ষাকে উৎখাত করা, নির্মূল করে ফেলার দাবীর মধ্যদিয়ে সেই থলের বিড়াল বেরিয়ে যাওয়া হল নাকি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক হত্যাকাণ্ড হয়েছে, কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে অনেক হত্যাকাণ্ড, ঘটেছে অনেক কলেজে ও শিক্ষাঙ্গনে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণে সেঞ্চুরী উৎসব পালনের মত ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, তাই বলে কি দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়, দেশের সকল শিক্ষা-দীক্ষা কি বন্ধ করে দিতে হবে? তথাকথিত হামলা কাহিনীতে স্পটে যাদের ধরা হল, তারা কোন মাদ্রাসা ছাত্র নয়, সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের কর্মী বা নেতা বলেই পরিচয় জানা গেছে। আর একে উপলক্ষ করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদগার—কী অদ্ভুত এই দেশ সেলুকাস। যারা আজীবন নাস্তিক্যবাদের বস্তাপচা থিউড়ী কপচিয়েছেন, ধর্মদ্রোহী চিন্তা-চেতনা ঠেলে আল্লাহর দেয়া ব্রেনটাকে ভাগাড়ে পরিণত করেছেন, বিদেশী প্রভুদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করে করে দেহ মন রক্ত কলুষিত করেছেন, তারা মাদ্রাসায় যে আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদীস, মুজতাহেদীনের, ফিকহ, উসুল মানবিক গুণাবলী অর্জনের বিভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া হয়—তার মর্যাদা ও মর্তবা কি করে বুঝবেন? তারা কি করে বুঝবেন ইনসানকে ইনসানে কামিল বানায় যে শিক্ষা, মানুষকে ফেরেশতা চরিত্রে উন্নীত করে যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা, সেই শিক্ষাই প্রধানতঃ প্রদান করা হয় মাদ্রাসায়। মানুষ হত্যা নয়, মানুষকে রক্ষা, তার ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তির শিক্ষাই দেয়া হয় এসব প্রতিষ্ঠানে। এ মাদ্রাসাগুলো কোন সরকার নয়, এদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণই গড়ে তুলেছে। সরকার যেটুকু প্রদান করেন তা এই জনগণেরই পয়সা। এটা কারো দয়ার দান নয়। তাই মাদ্রাসা আছে, মাদ্রাসা থাকবে। ঐসব হুতুম পেঁচাদের চিৎকারে সূর্য বিলুপ্ত হবে না। তবে দেশের সচেতন জনগণকে এদের চিনে রাখতে হবে এবং এদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতে হবে।